AMITRAKSHAR PUBLISHERS

সাহিত্যদর্পণ

বিষয়: রস-বিবরণ

ড. বাণী রঞ্জন দে

সাহিত্যদর্পণ বিষয় : রস-বিবরণ

ড. বাণী রঞ্জন দে

AMITRAKSHAR PUBLISHERS KOLKATA

সাহিত্য দর্পণ

বিষয় : রস-বিবরণ

MITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

সাহিত্য দর্পণ

বিষয় : রস-বিবরণ

ড. বাণী রঞ্জন দে

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

MITRAKSHAR PUBLISHERS

AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

1st Published
on
17th April 2025
by
Amitrakshar™
Publishers
Kolkata-700068
Copyright © reserved by Author
ISBN: 978-93-6008-733-3
(Paperback / Softback)
Price : 280.00
Title of the Book:
সাহিত্যদর্পণ
বিষয় : রস-বিবরণ
লেখক: ড. বাণী রঞ্জন দে
Language: Bengali
Publisher and Type setter:
Author Typeset in Avra Kalpurush
Page No.: 136
Printed by: Amitrakshar Publishers & M. Enterprises
Website: www.amitrakshar.co.in
Email id: amitraksharpublishers@gmail.com
Phone number: 9735768900

Published by:

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata -700068

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any Form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

ববিতাকে

যে সকল কাজে কাজী

আমি তারই কাজের সঙ্গী।

কথাবৃন্ত

আলংকারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'-য় অলংকার শাস্ত্রকে 'সপ্তম বেদাঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে এর গুরুত্ব এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। এই শাস্ত্রে মুখ্য ছয়টি মতবাদী ধারা দেখা যায়। এগুলি হলো অলংকারপ্রস্থান, গুণপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, বক্রোক্তিপ্রস্থান, ধ্বনিপ্রস্থান ও রসপ্রস্থান। অলংকারপ্রস্থানের প্রধান প্রবক্তা ভামহ ও উদ্ভট। গুণপ্রস্থানের পথিকৃৎ দণ্ডী। বামন রীতিবাদের প্রবক্তা। কুন্তক বক্রোক্তিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত ধ্বনিপ্রস্থানের ধারণা দেন। সবচেয়ে পুরানো ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রসপ্রস্থানের স্রষ্টা আচার্য ভরত। এবং কাব্য আলোচনায় 'রস এব বস্তুতঃ আত্মা' (লোচনটীকা) — রসপ্রস্থানের এই সিদ্ধান্তই অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

রসপ্রস্থানের আলোচনা অন্যান্য প্রস্থানের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল। রস কী? রসের স্বরূপ কী? রসাস্বাদ কেমনভাবে হয়? স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব প্রভৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ, নায়ক- নায়িকা— প্রতিনায়কের লক্ষণভেদ ও স্বরূপ, সর্বোপরি প্রতিটি রসের পরিচয় ও লক্ষণ প্রভৃতি যা-কিছু বিষয়, তা ভরত স্বয়ং তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা করে গিয়েছেন। তবে তিনি যে রসসূত্র দিয়েছেন— 'বিভাবানুভাবব্যভিচারীসংযোগাদ্‌রসনিষ্পত্তিঃ', তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগে রসের কিভাবে নিষ্পত্তি হয় অথবা স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগ কিভাবে হয়— সে ব্যাখ্যা অনেক পরে কয়েকজন রসশাস্ত্রী দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় এসেছে ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং ভট্ট অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

ভরত থেকে কালে কালে যাঁরা রস বিষয়ে অভিমত দিয়েছেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁদের ভাবনাগুলিকে সুসজ্জিত তত্ত্বাকারে স্থান দিয়েছেন। মুখ্য আকর গ্রন্থ অবশ্যই নাট্যশাস্ত্র। এছাড়া তিনি অভিনবগুপ্ত, মম্মটাচার্য প্রমুখের ভাবনাকেও আশ্রয় করেছেন। তিনি উল্লেখ না করলেও ধনঞ্জয়ের ভাবনাও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেছেন। অসংখ্য উদাহরণ সহযোগে যথাযথ পারম্পর্যে স্পষ্ট ভাবে বিষয়গুলি আলোকিত করেছেন। এর ফলে "রসভাবাদিনিরূপণো নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ" রসপ্রস্থান অনুধাবনের জন্য এক উজ্জ্বল উৎস হয়ে আছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজকে উড়িষ্যার অধিবাসী বলে মনে করা হয়। তিনি কলিঙ্গরাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেবের অমাত্য ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পদবী ছিল পাণিগ্রাহী। বাবার নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষ অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে ত্রয়োদশ শতকের জয়দেবের সৃষ্টি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই গ্রন্থেই দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর উল্লেখ করেছেন—

"সন্ধৌ সর্বস্বহরণং বিগ্রহে প্রাণনিগ্রহঃ।
অল্লাবুদীন নৃপতৌ ন সর্দ্ধিন চ বিগ্রহঃ।।"

—যিনি সন্ধি করলে সর্বস্ব হরণ করেন, যুদ্ধে প্রাণহরণ করেন, সেই আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি ও বিগ্রহ কোনোটিই করা চলে না।

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায়, আলাউদ্দিন তখনও জীবিত। তাঁর মৃত্যু হয় ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে। আবার পঞ্চদশ শতকে মল্লিনাথের পুত্র অনন্তদাস কুমারস্বামীর রত্নার্পণ টীকায় সাহিত্যদর্পণের কথা আছে। পঞ্চদশ শতকের গোবিন্দ ঠক্কুর মম্মটের কাব্যলক্ষণ বিষয়ে বিশ্বনাথের 'কাব্যপ্রকাশ দর্পণ' গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। সাহিত্যদর্পণের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যার রচনাকাল ১৪৪০ বিক্রম সংবৎ, অর্থাৎ ১৩৮৪ খ্রীঃ। সুতরাং অনুমান করা যায়, সাহিত্যদর্পণের রচনাকাল ১৩০০ থেকে ১৩৮৪–এর মধ্যে কোনো সময়ে। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ ছাড়াও রাঘববিলাস, কুবলাশ্বচরিত, প্রভাবতী-পরিণয়, কংসবধকাব্য, চন্দ্রকলা, প্রশস্তি রত্নাবলী, কাব্যপ্রকাশদর্পণ, নরসিংহবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' নামের অখণ্ড অসাধারণ সৃষ্টিটির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কুসুমপ্রতিমা টীকায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ দিয়েছিলেন। এছাড়া রামচরণ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী প্রমুখ সংস্কৃত ভাষাতেই এই গ্রন্থের টীকা লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ড. গুরুনাথ বিদ্যানিধি প্রথম ব্যাখ্যা দেন। রামচরণ তর্কবাগীশ সংস্কৃতে যে টীকা রচনা করেছিলেন, তাকে বাংলায় অনুবাদ করেন ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের পূর্বোক্ত রসবিবরণের আক্ষরিক অনুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সরল পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে রসপ্রস্থানকে বাঙালি পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে আমার এই গ্রন্থ-প্রণয়ন। রসপ্রস্থান বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ অলংকারশাস্ত্রের জগতে থাকলেও সাহিত্যদর্পণকে বেছে নেওয়ার কারণ, পূর্ববর্তীদের মতবাদকে আত্মস্থ করে, সন্নিবিষ্ট করে, গ্রহণে বর্জনে সুসজ্জিতভাবে এমন রূপায়ণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়েছে। প্রকৃতবিচারে অলংকার শাস্ত্রের সব দিকগুলিই সমগ্র সাহিত্যদর্পণ জুড়ে সুরূপায়িত হয়েছে। সে কারণে অতি

আগ্রহী হয়ে আমি রসের আলোচনার পর অষ্টম পরিচ্ছেদের গুণ বিষয়ক আলোচনারও সংযোজন করেছি। কারণ রসের উৎকর্ষ সাধন করে কাব্যগুণ।

এই গ্রন্থ প্রচেষ্টায় অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্সের কর্ণধার অমিত অধিকারীর বারে বারে অনুরোধ ইন্ধনের কাজ করেছে। আমার গবেষক ছাত্রছাত্রী অর্পন ঘোষ, সুসমন দণ্ডপাট, সুকন্যা মাইতি ও সুনীতা কর অনেক দিন ব্যয় করে লেখাগুলি মুদ্রণের উপযোগী করে দিয়েছে। সবাই সব কাজ করে না বা পারে না –"ন খলু সর্বঃ সর্বং কার্যমেব করোতি।" আমি উক্ত কাজটি ভালো পারি না, তারা এ ব্যাপারে যোগ্য, তাই করেছে। তাদের সেজন্য আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেব না।

বই প্রকাশিত হয়ে কী লাভ হবে জানি না, কিন্তু এই তিক্ত বিষাক্ত মন খারাপ করা সময়েও লেখার অবকাশে অতল রসতত্ত্বের সাগরে ডুবে থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্য যে আনন্দ পেয়েছি, তা বলে বোঝানো যায় না।

নিবেদনান্তে
বাণীরঞ্জন দে

সূচিপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১. রসতত্ত্ব-বিচার	১
২. নায়কতত্ত্ব-বিচার	১৯
৩. নায়িকাতত্ত্ব-বিচার	৩০
৪. ভাবতত্ত্ব-বিচার	৫৫
৫. রসবিবরণ	৭৫
৬. ভরতের রসসূত্র : সেকাল একালের ভাষ্য	১০৭
৭. গুণ	১২০

সাহিত্যদর্পণ বিষয় : রস-বিবরণ

ড. বাণী রঞ্জন দে

ড. বাণী রঞ্জন দে
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

MITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534
website.: www.amitrakshar.co.in
Email.: amitraksharpublishers@gmail.com
Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata - 700068
Phone :. 9735768900

website.: www.amitrakshar.co.in
Price: ₹ 280.00
ISBN : 978-93-6008-733-3
9 789360 087333
(Paperback / softback)

Follow Us amazon BOI BIPANI